যেখানে নারী ও যৌনতা আলোচনার প্রধান বিষয়
উম্মে মুসলিমা

বাংলাদেশের প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলে ইসলামী সওয়াল জবাব, ইসলামী বিধি বিধান ও কোরআনের আলোকে জীবনযাপন নিয়ে আলোচনার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে মওলানাদের। চ্যানেল অনুযায়ী মওলানারা এক বা আধাঘন্টার পুরো সময়টাই কাটান কীভাবে অজু করতে হবে, কী হলে রোজা ভেঙে যাবে, কীভাবে মকরুহ হবে, অজু-গোসলের আগের দোয়া-পরের দোয়া, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া, যানবাহনে নামাওঠার দোয়া, বেগানা নারীকে দেখে ফেললে কোন দোয়া ইত্যাদি নিয়ে। একজন বিরক্ত হয়ে একদিন বলছিলেন এতো অনুৎপাদনশীল কথাবার্তা না বলে যদি আলু বেগুন চাষের নিয়মও শেখাতো তা-ও এর চেয়ে অনেক উপকার হতো। মওলানারা সবচে মজা পান নারী, নারীর শরীর বা দাম্পত্যজীবন নিয়ে আলোচনায়। একদিন এক যুবক মওলানা যুব সমাজের চালচলন কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন ইউনিভার্সিটি ও ইডেন কলেজের সামনে ছাত্রছাত্রীরা একে অন্যের শরীর-সংলগ্ন হয়ে যে যৌন আনন্দ উপভোগ করে তা সামাজিক অবক্ষয়কে আরো তরান্বিত করে। কয়েকদিন আগে লন্ডন থেকে এক অতি ধার্মিক প্রশ্ন করেছিলেন যে পুরোপুরি পবিত্র হওয়ার জন্যে ফরজ গোসল জরুরি কিনা? জবাব প্রদানকারী মওলানা তো এ ধরনের প্রশ্নই চান। তিনি উৎফুল্ল হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। ইনিয়ে বিনিয়ে ফরজ গোসল কী এবং কেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন ‘কিস্ করলে কি রোজা ভেঙে যায়?’ আর যাবে কোথায়! মওলানার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি আলোচনার মধ্যে ‘কিস্’ শব্দটি নয়বার উচ্চারণ করলেন এবং যা বললেন তা হলো -‘না, স্ত্রীকে কিস্ করলে রোজা ভাঙবে না, তবে তা করতে গিয়ে যদি শরীরের যৌনাঙ্গ দিয়ে কোন তরল পদার্থ নির্গত হয় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে’। এ আলোচনা কি জাতীয় গণমাধ্যমের উপযুক্ত? মওলানাদের কাছে যৌনতা ও নারীই যে আলোচনার প্রধান বিষয় তা ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ এমনকি রমজানের সময় সেহরি খাওয়ার জন্যে যখন রাতে মাইকে মওলানারা আহ্বান জানান তখনও ঐ ইঙ্গিত থেকে যায়। তারা বলেন -‘মা বোনেরা, আপনারা উঠে সেহরি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। যারা ফরজ গোসল করবেন তারা গোসল সেরে নেন’। নারীর কী করণীয়, কী করণীয় নয় তা জুম্মার দিন খুৎবা পড়ার আগে আলোচনায় আসে। ইসলামী জীবন বিধান কী সে আলোচনা করতে গিয়ে নদীর রচনায় গরুর বর্ণনার মত নারী চলে আসে। নারীর পর্দাপুশিদা নিয়ে মুখে ফেনা তোলেন তারা। একজন প্রশ্নকারী টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করছিলেন -কেউ যদি না জেনে কোন হিন্দু বা বিধর্মীর মৃত্যুসংবাদ শুনে ‘ইন্নাল্লিাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন’ বলে ফেলে তাহলে তার কেমন পাপ হবে? উত্তরদাতা বললেন যে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে সে যদি তওবা করে তাহলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তাহলে হিন্দু বা অন্যধর্মের (ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত) কেউ মারা গেলে কী পড়তে হবে? পড়তে হবে ‘ফি নারে জাহান্নামা খালেদিনা ফি হা’। এর অর্থ নাকি ‘জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোক’ এরকম। এটা কোন সভ্য মানুষ উচ্চারণ করতে পারে?

এক মহিলা ইংরেজিতে কোরআন মজিদ পড়েন আর অনুবাদ করেন। তার সামনে যারা বসে থাকেন তাদের মুখ দেখে মনে হয় ইংরেজি তো দুরে থাক তাদের বাংলা অক্ষরজ্ঞনও নেই। মওলানারা ইংরেজদের বলেন ইহুদি-নাছারা-বিধর্মী.-কাফের আবার ইংরেজি বলতে পারলে বর্তে যান। এ মহিলা একদিন দ্বিনি বোনদের জ্ঞান দিচ্ছিলেন স্বামীকে চোখে চোখে রাখার বিষয় নিয়ে। স্বামীর ভার যেন গৃহপরিচারিকা বা শালীদের উপর ন্যস্ত না করেন কেউ। তাহলে স্বামীদের পদস্খলন ঘটতে পারে। তিনি গৃহপরিচারিকা ও শালীদের দোষারোপ করছিলেন এবং দ্বিনি বোনদের স্বামীর প্রতি

উদাসীনতাকে দোষ দিচ্ছিলেন। কিন্তু যে লোকটি গৃহপরিচারিকার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন বা শালীর প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারেন তার চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে কিছুই বললেন না। স্ত্রীর চোখের আড়াল হলেই কুপ্রবৃত্তিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না তাদের সেবা ও হুকুম তামিল করলেই সাক্ষাৎ বেহেস্ত। যেন বিবাহিত নারীর একমাত্র কাজ স্বামীকে পাহারা দিয়ে রাখা। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে বিবাহ বিষয়ে বৈধতা-অবৈধতা নিয়েও অনেক সওয়াল জবাবের অবতারণা হয়। সেখানে বাঁদী বা ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ তা উল্লেখ করা হয়। তাহলে যে মহিলা টিভি চ্যানেলে বসে গৃহপরিচারিকাদের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করার জন্যে স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব স্বামীকে পাহারা দিয়ে রাখার কথা বলতে গিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন তিনি স্বামীদের হক্ বন্ধ করার কথা কীভাবে বলেন? এ কি ইসলামী আইন অমান্য করার প্ররোচনা চালানো নয়?

মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়গুলিও খুব আগ্রহের সাথে আলোচিত হয়। হায়েজ-নেফাসের সাথে রোজা, নামাজ বা স্বামী সহবাসের জায়েজ-নাজায়েজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়। সাধারণত পুরুষ দর্শরাই মেয়েদের শরীর সম্পর্কীয় ধর্মীয় বিধি নিষেধ আলোচনার জন্যে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন। উত্তরদাতারা এ ধরনের প্রশ্ন পেলে ইনিয়ে বিনিয়ে সে আলোচনা দীর্ঘায়িত করেন এবং তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সে আলোচনা থেকে আর সহজে বেরোতে চান না। পরিবারের বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীরা পাশাপাশি বসে এসময় টিভি দেখতে অস্বস্তিবোধ করেন। চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা রোধে অনেক আন্দোলন হচ্ছে, আইন করার কথাও অনেকে ভাবছেন কিন্তু বাংলাদেশের টিভির প্রতিটি চ্যানেলে ইসলামী সওয়াল জবাবের নামে প্রতিদিন যে অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

lima_umme@yahoo.com